দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ৫ ...

সাঁওতালি ভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়নের দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাঁওতালি ভাষা কোন্ লিপি বা হরফে লেখা হবে তা নিয়ে দেশে এখনো বিতর্ক বিদ্যমান। ফলে সাঁওতাল শিশুদের জন্য আজও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ সম্ভব হয়নি। যা এদেশের সবচেয়ে সংখ্যাধিক্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুকে নিজ মাতৃভাষায় পড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। পাশাপাশি সাদরি ভাষাভাষী শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের কথা গত বছরের শেষের দিকে সংবাদপত্র মারফত জানলেও কোথাও এই পর্যন্ত কোনো বই বিতরণ এর খবর আমরা শুনিনি।

গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন। জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, আদিবাসী ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, আদিবাসী সমাজ উন্নয়ন সমিতি, বাংলাদেশ সারি সারনা গাঁওতা, জাগকে উঠুক মুন্ডা ও আদিবাসী সাংস্কৃতিক পরিষদ যৌথভাবে এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে।

বক্তারা বলেন, অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন মুন্ডা, উরাও, মাহাতো, মালো, সিং, রাজোয়াড়, তুরী ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠী সাদরি দিয়ে কথা বললেও তাদের প্রত্যেকের সাদরি ব্যবহারে বেশ কিছু সূক্ষ্ম প্রার্থক্য রয়েছে। ফলে সাদরি ভাষায় একটি বই দিয়ে এসব জাতিগোষ্ঠীর সকল শিশুকে পড়ানো সম্ভব হবে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সরকার আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর উদ্যোগ নিলেও সঠিক বাস্তবায়নের অভাবে তা চালু হচ্ছে না।

জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, সাঁওতালদের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চা যারা করছে না বরং বিরোধিতা করছে তারাই আজ রোমান বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছে। অপরদিকে আদি সাঁওতালরা সরকারিভাবে বাদ পড়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সাঁওতালি ভাষায় প্রথমত বাংলা হরফে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সাঁওতালদের নিজস্ব হরফ অলচিকির মাধ্যমে শিক্ষাদান চালুর দাবি জানান তিনি।

বাসদ নেতা খালেকুজ্জামান রতন বলেন, মুন্ডা সাঁওতাল থেকে আজকের বাঙালি জাতি। বাংলার সাথে এদের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। তাই বাংলা হরফে তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নটাই ন্যায়সঙ্গত হবে।

সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রুহীন হোসেন প্রিন্স বলেন, যেকোনো জাতিকে উন্নয়নের সাথে এগিয়ে যেতে হলে নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নেই।